NOV. 19 2001

দৈনিক ইনকিলাব

NOV. 19 2001
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 4 ...

# ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই ছাত্রী গ্রুপের সংঘর্ষ
## ছাত্রীদের হলত্যাগ ঃ ২ জনকে হল থেকে বহিষ্কার

**ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ** গত শনিবার রাতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলে বিবদমান ছাত্রীদের গ্রুপে দ্বিতীয় দফা সংঘর্ষে হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী লাকী ও লাভলী গুরুতর আহত হয়েছে। ঘটনার প্রেক্ষিতে হল কর্তৃপক্ষ জরুরী মিটিংয়ের মাধ্যমে হলের ছাত্রী মনা ও সোহাগীকে হল থেকে বহিষ্কার করেছেন। চরম আতংকের মধ্যে সাধারণ ছাত্রীরা হল ত্যাগ করেছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গত শুক্রবার একটি মেয়েলি ঘটনায় ব্যক্তিগত আক্রোশে ছাত্রদল সমর্থিত ছাত্রী লাকী ও তার সমর্থকদের হামলায় মনা ও সোহাগী নামের দু'জন সাধারণ ছাত্রী গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। গত শনিবার রাতে তারা হাসপাতাল থেকে হলে এসে লাকী ও লাভলীকে তাদের মারধর করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা মারধর করার কথা অস্বীকার করে আবারো মারতে উদ্যত হয়। এ সময় মনা ও সোহাগীর সমর্থকরা লাকী

৭-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

## ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ

৮-এর পৃষ্ঠার পর

ও লাভলীকে ওয়াটার হিটার ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে আঘাত করে মারাত্মকভাবে আহত করে। এ সময় হলে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রীরা হেনা নামের একজন বহিরাগত ছাত্রীকে আটক করে। সে মনার বোন এবং কুষ্টিয়া সরকারী কলেজের ছাত্রী বলে জানা গেছে। সংঘর্ষের খবর পেয়ে প্রক্টর ডঃ রুহুল কুদ্দুস মোঃ সালেহ ছাত্রীদেরকে নিবৃত্ত করেন। সংঘর্ষের খবর পেয়ে ছাত্রদল কর্মীরা গতকাল সকাল থেকেই হলের সামনে অবস্থান নিয়ে হামলাকারী ছাত্রী মনা ও তার সমর্থকদের শাস্তি ও বহিরাগত ছাত্রীকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়ার দাবী জানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। মেইন গেট আটকে ছাত্রদলের অবস্থানের কারণে সাধারণ ছাত্রীরা হলে আটকা পড়ে চরম ভোগান্তির শিকার হয়। চরম আতংকে ছাত্রীরা হল ছেড়ে বাড়ী যাবার উদ্দেশ্যে মালপত্র নিয়ে গেটে আসলেও ছাত্রদলের বাধার মুখে তারা অসহায়ের মত বেলা ২টা পর্যন্ত গেটে বসে থাকে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জরুরী সিদ্ধান্তের জন্য হলসমূহের প্রভোস্ট ও প্রক্টরের সমন্বয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।